কালের কণ্ঠ

তারিখ ..15 FEB 2016...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৩...

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

বাড়তি ফি ফেরত দেবে মাত্র ২ স্কুল

শরীফুল আলম সুমন ▷

চলতি বছরে আদায় করা অতিরিক্ত টিউশন ফি ও গত বছরের এসএসসির ফরম পূরণের অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার আলটিমেটাম শেষ হয়েছে গতকাল রবিবার। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দেওয়া আলটিমেটামে মাত্র ১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত টাকা ফেরত বা সমন্বয় করবে বলে চিঠি দিয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরকে জানিয়েছে। এর মধ্যে অতিরিক্ত টিউশন ফি ফেরত দিতে চেয়েছে মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠান। আর ১২টি প্রতিষ্ঠান গত বছরের এসএসসির ফরম পূরণের অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিয়েছে বলে জানিয়েছে। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কোনো ধরনের জবাব পাওয়া যায়নি। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, তারা অতিরিক্ত টাকা নেয়নি। তাই ফেরত দেওয়ারও কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু মন্ত্রী দেশের বাইরে থাকায় আলটিমেটাম শেষের পরও অতিরিক্ত টাকা ফেরত না দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর শাস্তির ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

মাউশি সূত্র জানায়, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছে, তারা শুধু প্রথম শ্রেণিতে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছিল। বাংলা ভার্সনে ৮০০ টাকা ফি এক হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছিল। আর ইংরেজি ভার্সনে এক হাজার টাকার ফি এক হাজার ৭০০ টাকা করা হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ পরবর্তী মাসের বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। আর রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল কর্তৃপক্ষও এক চিঠিতে জানিয়েছে তারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেবে অথবা সমন্বয় করবে। এই স্কুল প্রায় সব শ্রেণির বেতন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করে। আর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

বাড়তি ফি ফেরত

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তারা অতিরিক্ত টিউশন ফি নেয়নি।

ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, গত বছর এসএসসির ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা নেয় ঢাকা বোর্ডের ৮৫৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ১২টি প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিয়েছে বলে জানিয়েছে। বাকি কেউ কেউ জানিয়েছে তারা অতিরিক্ত অর্থ নেয়নি। তবে বেশির ভাগেরই কোনো সাড়া নেই। আর এই ১২ প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও নামিদামি স্কুলগুলো নেই।

চলতি বছরের শুরুতেই নতুন পে স্কেলের অজুহাতে একে একে ফি বাড়াতে থাকে স্কুলগুলো। এমনকি অনেক স্কুল তা দ্বিগুণও করে ফেলে। এর প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন অভিভাবকরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুরু হয় অস্থিরতা। এর পরই তদন্তে নামে শিক্ষা প্রশাসন। শিক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তে ঢাকায় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মিরপুর পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ মেলে। তবে এর বাইরেও রাজধানীর বিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুনিয়র ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, গেণ্ডারিয়া হাই স্কুল, সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জুনিয়র ল্যাবরেটরি স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইচ্ছে মতো বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধির অভিযোগ ওঠে।

এর ফলে গত মাসেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অতিরিক্ত টিউশন ফি না নিতে নির্দেশ দেয়। এরপর গত ৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করে টাকা ফেরত দিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সাত দিনের আলটিমেটাম দেয়।

এসব বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সারা দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানই অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিয়েছে বা সমন্বয় করবে বলে চিঠি দিয়েছে। এসএসসির ফরম পূরণের অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতেই হবে। আর টিউশন ফি সমন্বয় করা যাবে। আজ (কাল) এই আলটিমেটাম শেষ হলো। কাল (আজ) আমরা সব কিছু নিয়ে বসব। আর যারা বলেছে তারা অতিরিক্ত অর্থ নেয়নি তা যাচাই করে দেখব। যারা ফেরত দিয়েছে বলে জানিয়েছে তাদেরটাও যাচাই করা হবে।'